আদিত্য উপাসনা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

ফুল যেমন সূর্য্যের আলোর স্পর্শে দল মেলে, তেমনি করে সাধকের সমগ্র আত্মসত্তা যখন তাঁর আলোতে দল মেলে প্রস্ফুটিত হয় তখন সাধকের ধ্যানলব্ধ নির্মল আনন্দই হৃদয়ের দ্যুতি হয়ে, হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়ে সত্যরূপে, হৃদয় দেবতারূপে সাধক-হৃদয়ে পূজিত হয়। যিনি বিরাট, যিনি ভূমা, যিনি চিন্ময় আলোর অফুরন্ত উৎস, তিনি সত্যস্বরূপ; তিনি কল্পনার বিষয় নন। তাঁকে চোখ মেলে দেখা যায়। তাঁর আলোক, তাঁর তাপ সঞ্জীবনী মাধুরী নিয়ে এ ধরার বক্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এই পৃথিবীর বক্ষ হতে প্রত্যেকটি জীবাত্মা প্রস্ফুটিত হচ্ছে আলোর ফুল হয়ে, ফুটে উঠছে আকাশের ঐ সবিতার প্রাণের স্পর্শে। এই সবিতাকেই পূর্বপুরুষগণ দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করে এসেছেন। আলো, আনন্দ, শক্তি আর জ্ঞানের উৎস তিনি। তিনিই সেই পরমদেবতার প্রত্যক্ষ রূপ। প্রত্যের সাধকের উপলব্ধিত দৃষ্টিতে তাঁর ভৌতিক বিগ্রহ চিন্ময় বিগ্রহ হয়ে চিদাকাশে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তখন চিত্তের সমস্ত গ্লানি, মালিন্য ও অবসাদ সেই চিন্ময় সবিতার তেজোদীপ্ত হিরণ্যতনুর স্পর্শে মুছে যায়।

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" সবিতৃ-মণ্ডলের সাধনা বা সাবিত্রী আরাধনা বা আদিত্য উপাসনা হল বিরাটকে দেহ-প্রাণ-মন সব কিছু দিয়ে সহজ হয়ে সহজভাবে অনুভব করা। সূর্য্যের আলোয় যেমন সহজে ফুল ফোটে, ফুলের সত্তার অন্তরে-বাইরে যেমন সেই প্রাণময় আলোকের স্পর্শ তাকে প্রতি মুহূর্তে সুন্দরভাবে সুরভিত সুললিত করে তোলে, তেমনি করে সাধক জীবনকে তাঁর পানে মেলে ধরতে পারলে, তাঁর আলো আনন্দ আর শক্তি সাধক জীবনের প্রতি কর্মে, প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি বাক্যে, প্রতি চিন্তায় বিকীর্ণ হয়ে জীবনকে দিব্যজীবনে রূপান্তরিত করে। ঋষি অনির্বাণজীর কথায়, "বৈদিক ঋষিরা আদিত্যের উপাসক, তাঁরা আদিত্যের অনুসরণ করে একটা ক্রমবর্ধমান আলোর দ্বারা জীবনকে মণ্ডিত করতে চাইতেন। কিন্তু সূর্য্যও দিনের শেষে অস্ত যান—আমাদের যৌবনের পর জরা আসে, মৃত্যু আসে। অন্তর্মুখ দৃষ্টি দিয়ে যিনি এই অন্ধকারকে প্রত্যক্ষ করেন তারও গভীরে উদয়াস্তহীন শাশ্বত সত্য জ্যোতিকে আবিষ্কার করেন, তিনিই মৃত্যুঞ্জয়।

এক আদিত্য কিন্তু তার বহুরশ্মি। একই অদ্বয় তত্ত্বের বহুধা বিচ্ছুরণ। যিনি এক বহুকে পদ্মের শতদলের মত ধারণা করতে পারেন, তাকেই যথার্থ অদ্বৈত বলে। বেদ ব্রহ্মকে আকাশ ও চৈতন্যের উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন। আদিত্যরশ্মিগুলি যেন পুরাণের অসংখ্য দেবতার প্রতিভূ। সমগ্র সূর্য্যরশ্মি পুঞ্জীভূত হয় সূর্য্যে, তাই সগুণ ব্রহ্মস্বরূপ হল ঐ দেব-বিগ্রহাদি সকল। হিন্দুশাস্ত্রে দেবদেবীর রূপকে ব্রহ্মের বিভূতি বলা যায়। বিভূতি কোন কল্পনা নয়, ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ মাত্র। এটি ব্রহ্মের অনন্ত বিচিত্র শক্তি; তাই দেবদেবীও অনন্ত। আমরা আপন স্বভাব ও সংস্কার অনুযায়ী এই শক্তির এক একটি বিশেষ রূপকে আশ্রয় এবং অবলম্বন করে ভজনা করে থাকি। অন্তর ভজনায় মন নিবিষ্ট হলে ব্রহ্মশক্তিরূপা সকল দেবদেবীর স্বরূপই ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়। তখন শুধু সচ্চিদানন্দ রূপে পরমব্রহ্মের অনুভবই বোধিতে জাগ্রত হয়ে থাকে।

সূর্য্যের পিছনে সুবিস্তৃত জ্যোতির্ময় অরূপ নির্গুণ আকাশ—তাই-ই নির্গুণ ব্রহ্ম, যা কিনা অলখ অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিন্ময় জড়। সেই অলখ জ্যোতির অনন্ত আকাশের বহুরশ্মি হতে এক সূর্য্যমণ্ডল উদ্ভাসিত। সেইই "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্," তাই-ই "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং" ভর্গদেব এবং তাই-ই আদি শক্তির উৎস অখণ্ড "মা"।

এই আদিত্য উপাসনাই হল প্রণবের সাধনা বা ওঙ্কারের রহস্যকে জ্ঞাত হওয়া। ওঙ্কার বীজরূপে সৃষ্টির মূলা, ওঙ্কার অক্ষররূপে সৃষ্টির যন্ত্র স্বরূপ, ওঙ্কার জ্যোতিরূপে আদ্যাশক্তিরূপা সদগুরুপদ, ওঙ্কার বিন্দুরূপে শিব এবং ওঙ্কার সর্ব্বব্যাপীত্বে পরমব্রহ্মের অস্তিত্বের ঘোষণা। ওঙ্কার প্রণবরূপী শব্দব্রহ্মরূপ নাদ, মহদ্‌জ্যোতির্ব্রহ্ম পুরুষ ও প্রকৃতি দুইই; ঠিক যেন ব্রহ্ম ও তাঁর স্বভাব।

যজ্ঞের তাৎপর্য ঃ—

দেবতাকে যা আহুতি দেওয়া যায়, তাই 'হবিঃ'। দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ— এই হল যজ্ঞের লক্ষণ। ত্যাগের মন্ত্র— "ইদং তব, ন মম"। বস্তুতঃ নিজেকেই আগুনে আহুতি দিতে হবে। তা সম্ভব নয় বলেই নিজের বদলে কোনও দ্রব্য আহুতি দেওয়া— তাকে বলে নিষ্কৃয়; চরম আহুতি মৃত্যুর পর চিতার আগুনে; তাই অন্তেষ্টি। আত্মাহুতির দ্বারা দেবতার যে যজন করে সে 'যজমান', আধুনিক ভাষায় সাধক। সাধনার চরম ফল উৎসর্গ এবং ভাবনার দ্বারা দেবতার সাযুজ্যলাভ। তাই যজ্ঞের তাৎপর্য।

—ঋষি অনির্বাণ (গায়ত্রী মণ্ডল)